কোথাও আলো

অঞ্জনা রেজ

আগে এ অঞ্চলের হাওয়া বিশুদ্ধ ছিল। এখন হাওয়ায় বাদের গন্ধ। দক্ষিণের জানালাটা খুলতে খুলতে সত্যব্রত ভাবেন। আজ উঠতেবেশ দেরী হয়ে গেল।

গতকাল অনেক রাতে শুয়েছিলেন। মেঘমালা এ ঘরে আসে। চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে -- বাবা খবরের কাগজ এখনো আসেনি। এলেই দিয়ে যাব।
হ্যাঁ বৌমা,বুবুন কি করছে? সাড়া শব্দ পাচ্ছি না যে?
বিছানায় বসে ছবি আঁকার বইতে রং করছে। বিছানারও রং-এর হাত থেকে রেহাই নেই। যা দুষ্টু হয়েছে।
দেখো বৌমা, বাইরে যেতে দিও না।
কিন্তু বাবা, কাল তো যেতেই হবে।
আজ পর্যন্ত ছুটি ছিল। কাল স্কুল খুলছে।
তাইতো ভয় হয় বৌমা। চাপারমুখে আছি তো কমদিন না, এ রকম পরিস্থিতি কখনো দেখিনি। সজোরে গেটে কড়া নাড়ার আওয়াজ। মেঘমালা গেট খুলতেই হুরমুর করে কমলার মা। চাপা উত্তেজনায় দ্ধাসে বলে --- বৌদি গো কি বলবো? একেবারে জোয়ান ছেলে.....। মেঘমালা বাধা দেয়। আঃ কি হচ্ছে! ভেতরে চলো। ভেতরে এসে গলার স্বর খাদে নামিয়ে, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে -- কাল রাতে লাইনের ওপারে গুলি করে ফেলে গেছে।
সত্যব্রত চম্‌কে ওঠেন। লাইনের ওপারে মানে তো বাড়ির কাছেই। কি যে দিনকাল! সামান্য প্রতিবাদেই হয়তো কখন যে কে পথের কাঁটা হয়ে উপ্‌ড়ে যায়। জানো বৌমা, শান্তিতে থাকার জন্য আমার ঠাকুর্দা আসামের চাপারমুখে জমি কিনে বাড়ি করেন। তা তিন পুষ শান্তিতেই ছিলাম। এখনই যতসব অনাসৃষ্টি। আরও কত কি দেখার বাকি, কে জানে? তা হ্যাঁ বৌমা, দিল্লীর চিঠি এরমধ্যে পেয়েছো?
হ্যাঁ, দিন দশেক আগে এসেছে।
তা কবে আসবে কিছু লিখেছিলো?
মাস খানেক বাদে। আপনাকে বলেছিলাম তো?
তা হবে। বয়স হয়েছে তো, সব কিছু মনে থাকে না। মলয় এলে তবু কিছুটা ভরসা পাই। তাই বলে আমাকে দুর্বল ভেবো না। বয়সের ধর্মই অবলম্বন খোঁজা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শুতেই বাধা। বুবুন দাদু দাদু বলে, হৈ হৈ করে ঢুকলো। কি হয়েছে দাদুভাই?
দ্যাখো তো দাদু, কেমন রং করেছি? বলোনা কেমন হয়েছে? বলো বলো।
ভাল, খুব ভাল। কিন্তু দাদুভাই, রং করলেই তো হবে না, পড়াশুনোও যে করতে হবে।
মেঘমালা বলে উঠল -- ওঘর থেকে বই খাতা এনে দাদুর কাছে পড়তে বসো। কাল কিন্তু স্কুল, মনে থাকে যেন।
হো হো করে হেসে উঠলেন সত্যব্রত। ঠিকই বলেছো। ওরই তো মনে থাকার মত বয়স। দিনকাল পুরো পাল্টে গেছে। সবে তিন, এর-ই মধ্যে স্কুল, পরীক্ষা, পড়াশুনো কত কি? আমাদের সময় পাঁচ বছরে হাতে-খড়ির পর,সব শু। নিজের বাড়ীতেই বন্দী। চারদিকে বাদের স্তুপ। মেঘমালা বাজারেও যেতে দেয় না। কাজের মেয়েকে দিয়ে যা হোক কিছু আনিয়ে ম্যানেজ করে।
দুপুরবেলা কোনদিনই ঘুমের অভ্যেস নেই সত্যব্রতর। অলস দুপুরটা গ্রীল ঘেরা বারান্দার ইজি চেয়ারে চোখ বুজেই কাটিয়ে দেন। এ সময়ে তিনি নিঃসঙ্গ থাকেন না। বন্ধমনের দরজা খুলে পুরোনো দিনের সঙ্গী সাথীরা তাঁর সঙ্গে গল্প করতে আসেন। গল্পের মধ্যে দিয়েই থম্‌কে থাকা সময়, কখন যেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যায়।
বোজা চোখেই স্পষ্ট দেখতে পান -- খাঁ খাঁ দুপুরের তেতে ওঠা গনগনে রোদে, খিড়কির দরজা খুলে -- খোলা চুলে, পান মুখে, লাল পাড় সাদা খোলার শাড়ী পরে, এগিয়ে আসে শ্যামলী। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর। শত চেষ্টাতেও যাকে সামান্য দূরে সরাতে পারেননি।
চাপারমুখ হাইস্কুলের শিক্ষক। বত্রিশ বছর ঐ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষকতার কাজে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন। রিটায়ার্ডের দিনটি আজও জুল জুল করে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সহকর্মীরা দুপাশে, প্রধান শিক্ষক মাইকের কাছে। গাঢ়স্বরে বলছিলেন -- রায়বাবু এক বিরাট শূন্যস্থান আমাদের রেখে.....ইত্যাদি ইত্যাদি। আবেগের প্রাবল্যে গলার স্বর বুজে আসছিল। সামনে প্রিয় ছাত্ররা। কয়েক জনের নাম এখনো মনে আছে। সজল, বিনয়, অতীশ, শুভেন্দু। ওদের চোখগুলো ছল্‌ছল করছিল। করিডোর দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কেউ কেউ তো প্রণাম করতে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। সস্নেহে ওদের মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন -- মানুষের মত মানুষ হও। তিনি সব সময়ই চাইতেন ছেলেদের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরার। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর ছাত্ররা কখনোই কোন অসামাজিক কাজকর্ম করতে পারে না।
চিঠি আছে, চিঠি -- পিওনের ডাকে চম্‌কে চোখ খুলে তাকান।
হাতে ধরে চিঠি এগিয়ে দেয় পিওন।
বৌমা, আমার চশমাটা দিয়ে যাও তো। চিঠি এসেছে। বিছানায় আলুথালু মেঘমালা চিঠির কথা শুনেই তড়িঘড়ি ছুটে আসে। কার চিঠি বাবা? কি করে বলবো? চশমা ছাড়া তো একেবারে অন্ধ। এই যে বাবা চশমা। হ্যাঁ, মলয়ের চিঠি। দ্যাখো তো, কবে আসবে? দু'সপ্তাহ পরেই রওনা হচ্ছে।

হঠাৎ দুম্‌দুম্‌ করে বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ। মেঘমালা ছুটে জানালা বন্ধ করে। বাজারের মধ্যে থেকে হৈ চৈ শোনা যায়। কয়েকটা লোক ছুটে চলে গেল। একজনের মাথা থেকে রক্তের স্রোত নেমে যাচ্ছে। মেঘমালা নিচু স্বরে বলে -- বাবা ঘরে চলে আসুন। বারান্দায় থাকাটা ঠিক হবে না। বুবুন? বুবুন কোথায় বৌমা? ও পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। জানালা বন্ধ করা আছে তো? হ্যাঁ বাবা, রোদের জন্য অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছি।

সন্ধেবেলা কমলার মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে--

কত পুলিশ এসেছে বৌদি। বাজারের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তো ঘুরে ঘুরে এলাম। নিজে নিজে গজগজ করে, তাই তো বিকেলের কাজ করতে হচ্ছে সন্ধেবেলায়। কাল থেকে আবার নাকি কার্ফু জারি করবে। ক'দিন আসতে পারবো জানি না।

মেঘমালা থামিয়ে দেয়, ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিস্থিতি বুঝেই চলতে হবে। যাও, অনেক কাজ পড়ে আছে। সত্যব্রত ঘরে যেতে যেতে বলেন -- অরাজকতা। মগের মুলুক পেয়ে বসেছে। পুলিশ এলে আর কি হবে? সহজে ধরা পরছে সমাজবিরোধীরা? হত্যালীলা চালিয়ে দেশোদ্ধার। এটাই কি সমস্যা সমাধানের পথ? কোন মানবতা থাকবে না? ভয় হয়, আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এলো। তোমরা এক কঠিন মানবতাহীন যুগে.....।

বুদ্ধিমতী মেঘমালা অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অন্য প্রসঙ্গ তোলে। বাবা একটু দেখুন না, বুবুন উঠে গেছে কিনা।

সকালে কমলার মা কাজে আসেনি। কি করেই বা আসবে? কার্ফু চলছে। সমস্ত গলির মোড়ে মোড়ে টহলদার পুলিশ। চাপারমুখ স্টেশনের কাছাকাছি মেঘমালাদের বাড়ি। জানালা দিয়ে দোকান-বাজারের কিছুটা দেখা যায়। আজ চারদিক শুনশান। বুবুন ছুটতে ছুটতে এসে মেঘমালাকে জড়িয়ে ধরে বলে -- মা স্কুলে নিয়ে যাবে না? না বাবা আজ যেতে হবে না। কেন? আমি যাব। চলো না। না, বললাম তো। যাও, খাতায় ওয়ান টু যতটা পার লিখে দেখাও। লিখলে নিয়ে যাবে তো? আগে লেখো তো। যাও।

সত্যব্রত পাশের ঘর থেকে বুবুনের বায়না শুনে, মেঘমালাকে ডেকে বলেন -- বৌমা বোসো, তোমায় একটা ঘটনা বলি। বহুদিন আগে, স্পষ্ট মনে নেই, কিছুটা মনে আছে। কি যেন ছেলেটার নাম। চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করেন। অ-ম-ল, অ-ত-নু নানা। হ্যাঁ মনে পড়েছে অতীশ। টাকার অভাবে স্কুল থেকে নাম কাটা যায়। বাবার দোকানে দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকায় কাজ বন্ধ। আর কাজ নেই তো টাকাও নেই। ছেলের কিন্তু সেই এক বায়না। আমি স্কুলে যাবই। ছোটই ছিলাম তখন। ক্লাস ফোর ফাইভ হবে। খোঁজ নিয়ে দেখি প্রতি ক্লাসেই প্রথম হয়ে আসছে ছেলেটি। তখন হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের দৃষ্টিগোচর করে, ফ্রি করে দিলাম। হ্যাঁ বাবা, এই হয়। আগ্রহ না থাকলে, জোর করে কিছু হয় না।

হঠাৎ দুজনেই চমকে ওঠে। বোম্‌ পড়ার শব্দ। মেঘমালা বাইরের দিকের দরজায় ছিটকিনি তুলতে তুলতে বলে -- সে কি কার্ফুর মধ্যে ....., কথা শেষ না হতেই, ধুপধাপ করে ছুটে পালাবার আওয়াজ। কারা যেন বলাবলি করছে -- একেবারে স্পটেই শেষ। হঠাৎ ঘরের ভিতরটা আব্‌ছা ধোঁয়ায় ভরে যায়। পাশের ঘরে বুবুনের কান্না --- মা চোখ জ্বালা করছে। অসহায়ভাবে মেঘমালা সত্যব্রত পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।

রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন সত্যব্রত। মলয়ের আসতে বেশ কয়েকদিন বাকি। আসবেই বা কোথায়? চারদিকে আগুন। বৌ ছেলেকে পরের বার সঙ্গে নিয়ে যেতে বলবেন। ওদের জন্যই মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়। যতবারই প্রতিবাদ করতে চান, ততবারই মেঘমালা এসে পথ আটকায়। দ্যাখো বৌমা, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা আমার ধাতে নেই। মেঘমালার এক কথা -- বাবা একা প্রতিবাদ করা যায় না। সত্যব্রত এ কথার যুক্তি খুঁজে পান না। সবাই যদি এরকম ভাবে, তবে তো কোনোদিন কোনও প্রতিবাদ গড়ে উঠবে না।

হঠাৎ বুবুনের গোঙানীতে চিন্তায় ছেদ্‌ পড়ে। শুয়ে শুয়েই বলেন--- দ্যাখো তো বৌমা, বুবুন কি চাইছে? বাবা, গা টা বেশ গরম লাগছে। বোধ হয় সামান্য জ্বর আছে। থার্মোমিটার দিয়ে দেখো। প্রায় একশোর কাছাকাছি। সাবধানে রাখো। পরদিনও বুবুনের জ্বর একশো -একশ এক-এর মধ্যে। একটু পরে পরেই দাদুর ডাক পড়ছে বুবুনের ঘরে। দাদুকেও বারবার হাজিরা দিতে হচ্ছে।

বাইরের পরিস্থিতি আরও খারাপ। সমাজবিরোধীর দল ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কাল রাতে ওদের কয়েকজন ধরা পড়েছে। একজন পুলিশ নাকি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ফলে দু'পক্ষই আজ মারমুখী।

ইদানীং সত্যব্রত এখানকার হালচাল নিয়ে খুব ভাবছেন। কোথাও মানবতার ছোঁয়া নেই। শুকনো মভূমির মত। পরবর্তী প্রজন্মকে কোথায় রেখে যাচ্ছেন -- ভেবে অস্থির হয়ে ওঠেন। ঘন অন্ধকারময় যুগ। এক ফোঁটা আলো নেই। মলয়ের কথা মনে হয়। নিজের ভাবধারায় ছেলেকে মানুষ করেছেন। তারই মত ছেলেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে শেখেনি। আরও কত ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখাপেক্ষী ওকে হতে হবে?

মেঘমালার উপস্থিতিতে চিন্তার রেশ কাটে। কমলার মা আজ আর আসবে না বাবা। দোকান বাজারও খুলবে না।

বাগানের বেগুন পুঁইশাক দিয়েই চালিয়ে দাও বৌমা। মনে মনে ভাবেন -- ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন বলেই ঠাকুর্দা যখন এ জমি কেনেন, তখন বাগান-পুকুর করার মত জায়গা ছিল। অসময়ে কাজে লাগল।

জানো বৌমা, ছেলেবেলায় ঠাকুর্দার হাত ধরে যখন বাজার যেতাম, চাপারমুখে এত ঘর বাড়ি ছিল না। চারদিকে প্রচুর গাছ-গাছলা। সবুজে সবুজে ঢাকা। মাঝে মাঝে পুকুর, ডোবা, খানা, খন্দ। প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির ঘ্রাণ নিতে নিতে গড়ে উঠেছিল এই শান্ত শহর। আজ সেখানে দৈত্য-দানবের তান্ডব।

একবার হল কি-- ছোট একটি ছেলে স্কুলে আসবে বলে তাড়াতাড়ি স্নান করতে পুকুরে নেমেছিল। স্কুলের পেছন দিকে ওদের বাড়ি। পুকুরটাও ছিল কাছেই। হয়তো ভাল করে তখনও সাঁতার জানতো না। একেবারে জলের তলায়। ওর মৃতদেহ স্কুলের সামনের মাঠে আনা হয়েছিল। ঘটনাটা বলতে বলতেই দু'চোখ জলে ভরে গেল। মেঘমালা ধীরে ধীরে বলে -- বাবা, আপনি এত ভাববেন না। একটু চা করে দিই?

দাও। সত্যব্রত বোঝেন -- পুরোনো দিনগুলো তাঁকে বড্ড বেশি নাড়া দেয়। অবসরের অফুরন্ত সময় স্মৃতি রোমন্থনে কাটে। বর্তমান যুগ পুরোপুরি মানবতাশূন্য -- এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তাই তো এত সাত পাঁচ চিন্তা।

চিন্তার স্রোতে ভাসতে ভাসতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে রাতের অন্ধকার। ভেতরের অন্ধকার বাইরের অন্ধকারকে ছুঁতেই মেঘমালা ঘরের খিল তুলে দিল। আজ বেশ সকাল সকাল রাতের পাট চুকিয়ে বিছানায়। যদিও অনেক রাতেই সত্যব্রতর চোখে ঘুম এল। বই পড়ে, কাগজ পড়ে, এপাশ ওপাশ করে করে ক্লান্ত হয়ে, তবে দু'চোখ বন্ধ হল। বয়সের সঙ্গে ঘুমের মিতালী আছে। বয়স বাড়লে ঘুম হাল্‌কা হয়। খুট করে শব্দ হতেই জেগে গেলেন।

পাশের ঘরে জল ঢালার শব্দ। শুয়ে শুয়েই বললেন -- বৌমা বুবুন কেমন আছে? জ্বরটা খুব বেড়েছে বাবা। থার্মোমিটার দিয়েছো? হ্যাঁ বাবা। একশ তিন। সত্যব্রত তাড়াতাড়ি এঘরে এলেন। বুবুনের চোখ বন্ধ। মুখটা লাল। কপালে হাত রাখতেই ছ্যাঁকা লাগল। অসহায়ভাবে মেঘমালা শ্বশুরের দিকে তাকায়। পাংশু মুখে সত্যব্রত বলেন-- মাথায় জল ঢেলে যাও। ভেবো না। আমি তো আছি। দেখি কি করা যায়।

সত্যব্রত বারান্দায় আসেন। চারদিকে অন্ধকার অন্ধকারকে ছুঁয়ে ঘন হয়ে আছে। পরিস্থিতির চাপে যে যার বন্ধ ঘরে। হঠাৎ মেঘমালার চিৎকার -- বাবা, ও বাবা, একবার আসুন তো?

সত্যব্রত হুড়মুড় করে এসে দেখেন -- বুবুন বিছানায় শক্ত হয়ে আছে। চোখ বড় বড় করে ওপরদিকে তাকিয়ে। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। মুখটা টক্‌টকে লাল। মেঘম

ালা কান্নায় ভেঙ্গে পরে বলে --- কি হবে বাবা?
অভিজ্ঞ সত্যব্রত বুঝলেন -- তড়কা লেগেছে বুবুনের। বেশি জ্বরে বাচ্চাদের এ রকম অনেক সময়ে হয়। ফ্রিজে বরফ আছে বৌমা? দ্যাখো যদি থাকে, বের করে ম াথায় চাপা দাও। আইস ব্যাগ থাক্‌লে ভাল হোতো, ভয় পেয়ো না। চোখে মুখে জল ছেটাও। ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডাক্তার সেনকে ফোন করছি। মুখে তো বললেন কিন্তু.....।

সত্যব্রত বিভ্রান্ত। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। এত রাতে ডাক্তারকে ফোন করতে হলে, বুথে যেতে হবে। কিন্তু এখন তো ত্র.ব.ড্ড. বুথ বন্ধ। তাছাড়া এই পরিস্থিতিতে এত রাতে ডাক্তারবাবু আসবেন কিনা সন্দেহ আছে। না আসার চান্সই বেশি। আবার বুবুনকে এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো উচিৎ। দেরী করা ঠিক নয়। একবার তড়কা হলে, আবারও হওয়ার চান্স থাকে। পড়শীদের সাহায্য এ সময় পাবেন না, জানেন। মানবতার ছিটে ফোঁটাও কারোর নেই। এ দিকে বসে থাকারও জো নেই। আবার যান বুবুনের ঘরে। প্রায় একই রকম, অবস্থা ভাল নয়। ঘড়ির দিকে তাকান ২টো ১০ মিনিট। না আর দেরী নয়। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা গলিয়ে নেন। মেঘমালাকে বলেন দরজাটা ভাল করে বন্ধকরে দিতে।
মেঘমালা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বুবুনের দিকে তাকিয়েই চুপ করে যায়।
সত্যব্রত কয়েকটি বাড়ি পেরিয়ে দত্তবাবুর বাড়িতে গেলেন। এ অঞ্চলে একমাত্র দত্তবাবুর বাড়িতেই টেলিফোন আছে। বেশ কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে জবাবদিহির পর ভেতরে ঢুকে, ফোন করার পারমিশান পেলেন। কিন্তু কোন লাভ হলো না। বেশ কয়েকবার ফোন বাজার পর, ওপার থেকে বিরক্তি ঝড়িয়ে উত্তর এলো -- না না ডাক্তারবাবু এখন যেতে পারবেন না।
সত্যব্রতর কাতর অনুনয়ে অপর প্রান্তের মন হয়তো বা একটু নরম হল। ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো -- খুব প্রয়োজন মনে হলে, এখানে নিয়ে আসুন। ধপ্‌ করে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ হল।
হতভম্ব সত্যব্রত। তার এই অবস্থায় কারোর সাহায্যের হাত এগিয়ে এলো না। দত্তবাবুরা দায়সারা ভাবে পরামর্শ দিলেন, পথের অবস্থা, নিজে বেরিয়ে তো বুঝতে প ারছেন, বেশ শান্তই। কাছেই তো ডাক্তারবাবুর বাড়ি, টুক্‌ করে নিয়ে চলে যান। তা ছাড়া রাত তো শেষ হতে চলল, আর কি?
বাড়ি ফিরতে ফিরতে সত্যব্রত ভাবেন -- সত্যি নিয়ে যাওয়া ছাড়া, আর কোনও পথ নেই। এই তো সব প্রতিবেশী। তাদের সময়ে এ রকম বিপদের দিনে, পাশে কত লোক দাঁড়াতো। আর এখন ..... ? হায় রে, এই পৃথিবী থেকে কি মানবতাবোধ চিরতরে হারিয়ে গেল।
ঘরে ঢুকেই মেঘমালাকে বলেন --- বুবুন কেমন আছে?
এখন জ্বরটা একটু কমেছে বাবা। বরফ দেওয়াতে বেশ কাজ হয়েছে।
বৌমা বুবুনকে বেশ করে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। ডাক্তার সেনের বাড়ী তো কাছেই, চট্‌ করে দেখিয়ে নিয়ে আসি।
মেঘমালা চম্‌কে ওঠে -- না বাবা, এত রাতে আপনি একলা ওকে নিয়ে যাবেন না। তাছাড়া ও খুব দুর্বল। এভাবে ওকে আপনি নেবেন না। আপনার বয়স হয়েছে ব াবা.....
কথা শেষ না হতেই সত্যব্রত সজোরে ছিনিয়ে নেয় বুবুনকে। চোখ মুখে দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলে তুমি কি ভেবেছো? বয়স হয়েছে বলে আমি কি ফুরিয়ে গেছি? আমি ফুরিয়ে যাই নি বৌমা।
মেঘমালা ঘাবড়ে গিয়ে বলে -- তাহলে বাবা, আমিও সঙ্গে যাব। কঠিনভাবে সত্যব্রত বলেন - না। দরজাটা বন্ধ করে দাও। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই হবে। ভয় পেয়ো না।
মেঘমালা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে - বাবা এভাবে .....। কিন্তু সত্যব্রতের কঠিন চোখ মুখের আভাসে কথা থেমে যায়।
শুনশান রাস্তার ঘন অন্ধকার সাঁতরে এগিয়ে চলেন সত্যব্রত। দু'একটা কুকুর বুঝি ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। অন্ধকারে চেনা পথকেও অচেনা মনে হয়। তিন বছরের রোগা পাতলা বুবুনকেও ভারী লাগে। লাইনের ওপারে ডাঃ সেনের বাড়ি। অনেকটাই চলে এসেছেন।
হঠাৎ মুখের ওপর জোরালো আলো। চমকে ওঠেন। টহলদার পুলিশের টর্চের আলো ভেবে এগোতে থাকেন। পরমুহূর্তেই একটা জীপ থামলো তার সামনে। একট া লোক দ্রুত জীপ থেকে নেমে পথ আটকে দাঁড়ালো। কালো কাপড়ে নাক মুখ ঢাকা।
অসীম সাহসী সত্যব্রত। জিজ্ঞেস করলেন -- কে? কে তুমি? পথ ছাড়ো? মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে নার্ভাস ফিল করলেন। নিজের জন্য নয়, বুবুনের জন্য। এক হাত তুলে বললেন --- নাতির বড্ড জ্বর। ডাক্তার সেনের বাড়ি যাচ্ছি। যেতে দাও।
হঠাৎ বলিষ্ঠদু'টো হাত, এক ঝটকায় বুবুনকে কাঁধে তুলে নিল। গম্ভীর স্বরে বলল -- সঙ্গে আসুন। ঘাব্‌ড়ে গেলেন সত্যব্রত। কুলকুল করে ঘেমে উঠলেন। ওকে কেন নিলে? দিয়ে দাও, দিয়ে দাও। আমরা গরীব। ওকে আটকে রেখে লাভ হবে না। দয়া করে ছেড়ে দাও --- হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন সত্যব্রত। ভেতরে ভেতরে অসুস্থ বোধ করেন।
পেছন ফিরে গম্ভীর গলায় যুবকটি বলে -- একদম কথা বলবেন না। সঙ্গে চলুন।
লাইন পার হয়ে সোজা ডাঃ সেনের গেটে। কলিংবেলে চাপ দেয় যুবকটি। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে সত্যব্রতের। ঘাপ্‌টি দিয়ে লুকিয়ে থাকেন ডাঃ সেন। বেশ কয়েকবার কলিংবেল বাজার পর, যুবকটির হুম্‌কিতে বেরিয়ে আসেন।
বাচ্চাটিকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে, ভারী গলায় বলে -- ভালো করে চিকিৎসা কন। খারাপ কিছু হলে কিন্তু..... কথা শেষ না হতেই সত্যব্রত বলেন --- অনেক ধন্যবাদ। ভয় নেই। সেরে যাবে। চলি মাস্টারমশাই।
মাস্টারমশাই! সত্যব্রত চমকে ওঠেন।
একজন সমাজবিরোধীর মুখে -- মাস্টারমশাই! ছেলেটি নীচু হয়ে প্রণাম করে। কালো কাপড় সরিয়ে বলে চিনতে পারলেন না, মাস্টারমশাই? আমি অতীশ।
রাস্তার লাইট পোস্টের ক্ষীণ আলোয় ওর শরীরের প্রলম্বমান ছায়া পড়ে। দ্রুত ছায়াটি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।
অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে বিড়বিড় করেন সত্যব্রত -- কে বলে মানবতা নেই? মানবতা ছিল - আছে - থাকবে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com